তারিখ 31 MAY 2013
পৃষ্ঠা ৭
প্রথম আলো

# ৪৬টি প্রতিষ্ঠান ভর্তিতে বেশি টাকা নিয়েছে

মোশতাক আহমেদ ও মহিউদ্দিন ফারুক ●

দেশের ৪৬টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গত বছর স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সরকার-নির্ধারিত ফির চেয়ে বেশি টাকা নিয়েছে. কিছু প্রতিষ্ঠান তিন থেকে চার গুণ বেশি টাকা নিয়েছে।

ভর্তিতে বেশি টাকা নেওয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে করা এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ে পাঠানো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন ও নথিপত্রে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

একাধিক অভিভাবক *প্রথম আলোকে* জানিয়েছেন, সরকারি সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেয়নি বা সমন্বয় করেনি। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, বেশি টাকা ফেরত বা সমন্বয় না করায় রাজধানীর নামী তিনটি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের এমপিও (বেতন বাবদ সরকারি অংশ) স্থগিত করা হয়েছে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) গত বছরের জানুয়ারি মাসে অতিরিক্ত ভর্তি ফি ফেরত দেওয়ার বিষয়ে আদালতে রিট আবেদন করেন। হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ রুল জারির পাশাপাশি সরকারি নীতিমালার বাইরে ভর্তির ক্ষেত্রে বাড়তি অর্থ আদায়ের ঘটনা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোখলেছুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, তদন্ত প্রতিবেদনটি হাতে এসেছে, তা রিট আবেদনকারী পক্ষকে দেওয়া হয়েছে।

রিট আবেদনকারীদের আইনজীবী আশেরাফুল হাসী বলেন, মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেয়েছি। শুনানির দিন ধার্যের জন্য বিষয়টি আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটা এখন শুনানির জন্য অপেক্ষমাণ।

জানতে চাইলে রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, শিক্ষা সবার অধিকার। এর মাধ্যমে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

**দায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো :** দাখিল করা একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, বেশি টাকা নেওয়া ৪৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৬টি ঢাকা মহানগরে, ১০টি চট্টগ্রামে, ১২টি ফেনীতে, চারটি কুষ্টিয়ায় এবং মুন্সিগঞ্জ, যশোর, রাজশাহী ও লালমনিরহাটের একটি করে। আরেকটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত বছর রাজধানীর ৩২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪টি ভর্তিতে ১০ হাজারেরও বেশি টাকা আদায় করে। ১০টি প্রতিষ্ঠান ৫ হাজার থেকে ১০ হাজারের মধ্যে টাকা আদায় করে। আর আটটি প্রতিষ্ঠান পাঁচ হাজার টাকার কম আদায় করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা মহানগরের আংশিক এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলা মাধ্যমে ভর্তির সময় মাসিক বেতন ও সেশন, উন্নয়ন ফিসহ সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ আট হাজার এবং ইংরেজি মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা গ্রহণ করার কথা। আর এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকার বেশি নেওয়া যাবে না।

মফস্বল এলাকায় ভর্তি ফি সাকল্যে ৫০০ টাকা, পৌর (উপজেলা) এলাকায় এক হাজার টাকা, জেলা সদরের পৌর এলাকায় দুই হাজার টাকা এবং ঢাকার বাইরের মহানগর এলাকায় সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা নেওয়া যাবে। কোনো প্রতিষ্ঠান এর বেশি নিলে তা মাসিক বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করা অথবা ফেরত দেওয়ার কথা।

আদালতে জমা দেওয়া প্রতিবেদন বলছে, ১০ হাজার টাকার বেশি নেওয়া বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বেতন বাদ দিয়েই প্রত্যেক ছাত্রীর কাছ থেকে নেওয়া হয় বাংলা মাধ্যমে ১১ হাজার ৬০০ টাকা ও ইংরেজি মাধ্যমে ১৩ হাজার ৩০০ টাকা।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের মতিঝিল শাখায় নেওয়া হয় ১১ হাজার ৯০০ টাকা করে, ইংরেজি মাধ্যমে ১৭ হাজার ৯০০ টাকা ও মুগদা শাখায় নেওয়া হয় ৩১ হাজার ৯০০ টাকা। এই শাখায় দুই লাখ ১১ হাজার ৯০০ টাকা করে অনুদান নিয়েও ভর্তি করা হয়।

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজে বেতন ছাড়াই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নেওয়া হয় ২৪ হাজার ৮০০ টাকা। তবে ইংরেজি মাধ্যমে আরও বেশি নেওয়া হয়।

তিনটি প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত বেতন ফেরত না দেওয়া বা সমন্বয় না করায় অধ্যক্ষদের এমপিও স্থগিত করা হয়েছে।

শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজে নেওয়া হয়েছে ২৩ হাজার ৭৪০ টাকা, ইপিজেডে ১০ হাজার ১০০ থেকে ২১ হাজার টাকা, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে ২০ হাজার ৯৫০ থেকে ২১ হাজার ৩০০ টাকা, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১০ হাজার ৯০০ টাকা থেকে ১৫ হাজার ৫০০ টাকা, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে নেওয়া হয় ১৪ হাজার ৭৮ টাকা থেকে ১৭ হাজার ১১৫ টাকা করে।

বনফুল আদিবাসী গ্রিনহার্ট কলেজে বাংলা মাধ্যমে নেওয়া হয় ১২ হাজার ৭৫০ টাকা থেকে ১৩ হাজার ৮৫০ টাকা। তবে ইংরেজি মাধ্যমে আরও বেশি নেওয়া হয়। বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে নেওয়া হয় ১৫ হাজার ২৫৫ টাকা পর্যন্ত, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে বাংলা মাধ্যমে ১৪ হাজার ১১৫ থেকে ১৬ হাজার ৪৪০ টাকা, আর ইংরেজি মাধ্যমে ২৩ হাজার ১৯০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়। মাইলস্টোনে সর্বোচ্চ ১১ হাজার ৮০০ টাকা পর্যন্ত, উত্তরা হাইস্কুলে সর্বোচ্চ ১০ হাজার ৯০০ টাকা ও বিসিআইসি কলেজে ১২ হাজার ৫৯০ টাকা নেওয়া হয়।

**৫ থেকে ১০ হাজারের মধ্যে :** ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, বি এ এফ শাহীন কলেজ, উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, বনানী বিদ্যানিকেতন, মিরপুর বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মিরপুর গার্লস আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সেন্ট গ্রেগরি হাইস্কুল ও সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুলে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা বেশি নেওয়া হয়।

**চট্টগ্রামের ১০ স্কুল :** প্রতিবেদন অনুযায়ী বেশি টাকা নেওয়া চট্টগ্রামের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রামের তার্কিশ হোপ স্কুল, এলিমেন্টারি স্কুল, ছিটাগাং গ্রামার স্কুল, ক্যান্টনমেন্ট ইংলিশ স্কুল, ইউরোপিয়ান গ্রামার স্কুল, উইলিয়াম কেরি স্কুল, লিটল জুয়েলস স্কুল, রেডিয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

**ফেনীর ১২টি স্কুল :** জিএ একাডেমি, সেন্ট্রাল হাইস্কুল, মডেল হাইস্কুল, বালিকা বিদ্যানিকেতন, রামপুর হাইস্কুল, পরশুরাম পাইলট হাইস্কুল, পরশুরাম ফাজিল মাদ্রাসা, মুন্সিরহাট উচ্চবিদ্যালয়, ছাগলনাইয়া পাইলট হাইস্কুল, কামাল আতাতুর্ক উচ্চবিদ্যালয়, সোনাগাজী বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও মঙ্গলকান্দি হাইস্কুলে বেশি টাকা নেওয়া হয়।

এ ছাড়া কুষ্টিয়ার অ্যাডভেন্টিস্ট ইন্টারন্যাশনাল মিশন স্কুল, সান আফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, স্কুল অব লরিয়েট ইন্টারন্যাশনাল ও মেরিট স্কুল, রাজশাহীর প্যারামাউন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মুন্সিগঞ্জের ইয়াজউদ্দিন আহম্মদ রেসিডেনসিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বেশি টাকা আদায় করেছে। এই তালিকায় আছে লালমনিরহাট আদর্শ ডিগ্রি কলেজ ও যশোরের সেক্রেডহার্ট স্কুল।

## অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন

গত শিক্ষাবর্ষে স্কুলে ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া প্রতিষ্ঠান

**১৬**টি ঢাকা মহানগরের
**১০**টি চট্টগ্রামের
**১২**টি ফেনীর
**৪**টি কুষ্টিয়ার
**১**টি করে মুন্সিগঞ্জ, যশোর, রাজশাহী ও লালমনিরহাটের